দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

২৫

সম্পাদকীয়

এসএসসি পরীক্ষার ফল এবং প্রসঙ্গ কথা

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে কয়েকটি চমকপ্রদ দিক বেরিয়ে এসেছে। দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছর অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফল গত মঙ্গলবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। সারাদেশের গড় পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৭ ভাগ। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের সপ্তম বছরে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তবে গড় পাসের হার গেছে কমে। গত বছর এসএসসিতে পাসের হার ছিল ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। সারাদেশে এ বছর ২৫ হাজার ৭শ' ৩২ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র ১৫ হাজার ৩৬৫ এবং ছাত্রী ১০ হাজার ৩৩৭ জন। গত বছর ৭ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৪ হাজার ৩৮৪ জন শিক্ষার্থী। শহরের স্কুলগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল করার ধারা অব্যাহত রেখেছে। গড় পাসের দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এগিয়ে আছে। এ বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৭ লাখ ৯২ হাজার ১৬৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫৫ জন। এর মধ্যে মোট ৪ লাখ ১৩ হাজার ১৮৪ জন ছাত্র এবং ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৯৮১ জন ছাত্রী। এসএসসি পরীক্ষায় সকল বোর্ডের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গতবার ৮৩১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫৯১ জন। আর এবার ৭৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৬৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে- রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ও মনিপুর হাই স্কুল। এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫ দশকি ৮৭ শতাংশ। সারাদেশ থেকে মোট ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে ১ লাখ ১০ হাজার ৪৮৬ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৮৮৯ জন। এবারের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- (১) পাসের হার কমেছে, কিন্তু বেড়েছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, (২) ভালো ফলাফল করায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এগিয়ে আছে। শতকরা হারে পাস করেছে সর্বোচ্চ যশোর শিক্ষা বোর্ড, সর্বনিম্নে রয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ ৬৫.৮৭ শতাংশ। (৪) ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি। পক্ষান্তরে (৫) ক্যাডেট কলেজসমূহে কেউ ফেল করেনি। (৬) গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো আরো পিছিয়ে পড়েছে।

এবারের ফলাফল দৃষ্টে জনগণের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে রেকর্ড সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষানুরাগীদের মাঝে উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পাসের হার কমে যাওয়ায় একশ্রেণীর মানুষের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাই পাসের হার কমলো কেন, সেই বিষয়টি নিয়ে সচেতন জনগণের মাঝে তাৎক্ষণিক গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। যে কারণটি তাৎক্ষণিকভাবে মনে আসছে সেটি হল, গত বছর নিয়মিত ক্লাস নেয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যথাসময়ে প্রস্তুতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই দু'টি কারণের জন্য দায়ী হল শিক্ষকদের আন্দোলন এবং গত [illegible] নৈতিক পরিস্থিতি। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত বছরে [illegible] সরকারের সময় বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ রাজপথে নেমে আসেন। বেশ কিছুদিন ধরে তারা শহীদ মিনারসহ রাজপথে অবস্থান করেন। মফস্বলেও তখন সংশ্লিষ্ট ক্লাসসমূহে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দিনের পর দিন ক্লাস বন্ধ থাকে অন্যদিকে তেমনি সময়মত প্রস্তুতি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এসবের অনিবার্য পরিণতিতে পাসের হার কমে গেছে।

২৫ হাজার ৭শ' ৩২ জন জিপিএ-৫ পেয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে সেটি যেমন সত্য তেমনি তার পাশাপাশি এটিও সত্য যে, ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করেনি। পরীক্ষার ফলাফলে এমন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থান কেন? কারণটি সম্ভবত এই যে, ইতিপূর্বে নকল বিরোধী অভিযানের জন্য শুধু নকলই বন্ধ হয়নি, নকল করার প্রবণতাও বন্ধ হয়েছে। ফলে পড়াশোনার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বেড়ে গেছে। তারই সাকুল্য ফল হিসেবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৪৮টি স্কুল থেকে কেউই পাস করেনি- এটা বাহ্যিকভাবে প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু বিষয়টির ভেতরে গেলে সম্ভবত কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্নীতি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে। বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাদান সেই দুর্নীতিকে সর্বগ্রাসী করেছে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারী অনুমোদনদানের বেলাতেও দুর্নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকারী অনুদান পাওয়ার লোভে যারা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাইন বোর্ডসর্বস্ব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের স্কুলে কোনো লেখা-পড়া হয়নি। এসব স্কুলে নিয়মিত ক্লাসও নাকি হয় না। শিক্ষকদের সংখ্যা শুধুমাত্র যে অপ্রতুল তাই নয়, শিক্ষকরাও শিক্ষকতার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। এ ধরনের স্কুল থেকে উন্নত লেখা-পড়া আশা করা বাতুলতা মাত্র। এসব স্কুলের বিরুদ্ধে আর কাল-বিলম্ব না করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পল্লী উন্নয়নের কথা মুখে মুখে বললেও আমরা সে ব্যাপারে সিরিয়াস নই। তাই যতই দিন যাচ্ছে শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রাম অঞ্চলের স্কুলগুলো ততই পিছিয়ে পড়ছে। সরকার যদি তাদের মনোযোগ গ্রামের ওপরেও কিছুটা নিবদ্ধ করেন তাহলে গ্রামের স্কুলগুলো আবার জেগে উঠবে।